بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৬ ডিসেম্বর ২০২০

প্রথমবারের মত প্রকাশিত হতে যাচ্ছে বিশ্বজনীন কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে বিশ্ব-নেতাদের কাছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের প্রেরিত পত্রসমূহ

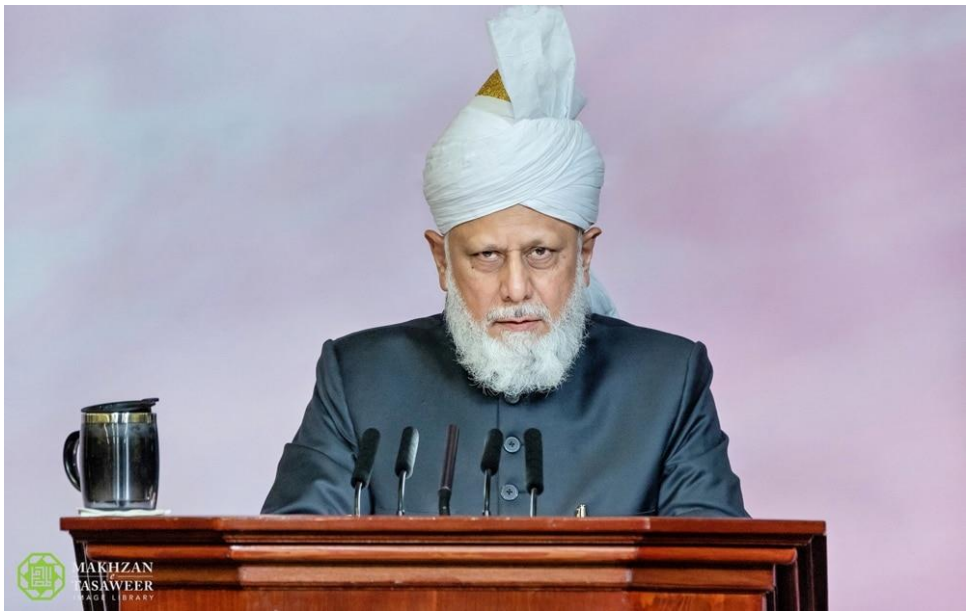

মঙ্গলবার *দি রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্‌স* ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে পত্রগুলো

কোভিড-১৯ এর সর্বগ্রাসী ও বিভীষিকাময় প্রাদুর্ভাবকে মানবজাতির জন্য এক ঐশী সতর্কবাণী হিসেবে গণ্য করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিভিন্ন বিশ্ব-নেতাকে ধারাবাহিকভাবে পত্র লিখেছেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

জুন ২০২০-এ লেখা এই ঐতিহাসিক পত্রগুলো ১৪টি দেশের নেতাদের উদ্দেশে পাঠানো হয়। দেশগুলো হল: অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানী, ঘানা, ভারত, ইসরায়েল, জাপান, নাইজেরিয়া, রাশিয়া, সিয়েরা লিওন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

পোপ ফ্রান্সিস এবং জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস-কেও পত্র লেখা হয়।

তাঁর পত্রগুলোতে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) লেখেন যে, করোনাভাইরাস এ বিষয়টি সবার সামনে উন্মোচন করেছে যে, বিশ্বের দেশগুলো এবং মানবজাতি কতটা দুর্বল। তিনি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, যেভাবে বিশ্ব থমকে দাঁড়িয়ে ছিল, তা খোদা তা'লার সিদ্ধান্ত অনুসারেই হয়েছিল, আর মানবজাতির সংশোধন এবং সকল প্রকার অবিচার পরিত্যাগ করার জন্য গুরুগম্ভীর এক সতর্কবাণী হিসেবে এটিকে গণ্য করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"একজন ধর্মীয় নেতা এবং ধর্মে বিশ্বাসী একজন মানুষ হিসেবে, আমি বিশ্বাস করি যে, বিগত কয়েক সপ্তাহের দুর্বিপাকসমূহ খোদা তা'লার সিদ্ধান্ত অনুসারেই প্রকাশিত হয়েছে, আর এটিকে মানবজাতির সংশোধন এবং সকল প্রকার অবিচার পরিত্যাগ করার জন্য গুরুগম্ভীর এক সতর্কবাণী হিসেবে গণ্য করা উচিত। এই বিশ্বজনীন মহামারী

মানবজাতির জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা বহন করে, যা বিশ্বমানবতাকে খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং অপরাপর মানুষের অধিকার রক্ষা করার আজ্ঞা বহন করে।"

তাঁর পত্রসমূহে হুযূর আকদাস লিখেন যে, কোভিড-১৯ এর অর্থনৈতিক পরিণামসমূহ আমাদের দুঃখ-দুর্দশাকে আরো ঘনীভূত ও জটিল আকৃতি দান করতে চলেছে, এবং এর ফলস্বরূপ বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা সহজেই বিপন্ন হতে পারে। তাই, হুযূর আকদাস বলেন যে, নেতৃবৃন্দের উচিত, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজেদের মানুষের জন্য ইতিবাচক ও মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে, এটি আমার আন্তরিক ও বিনীত অনুরোধ যে, যেখানে আপনাদের সরকার করোনাভাইরাস-এর বিস্তার রোধের জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে, সেখানে আপনাদের জাতির নেতা হিসেবে, আপনাদের উচিত হবে, আপনাদের দেশের নাগরিকদেরকে একে অপরের অধিকার রক্ষা এবং মানবতার খাতিরে, ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার বিষয়ে উৎসাহিত করা। অনুরূপভাবে, আপনাদের সরকারের উচিত হবে, আপনাদের দেশের মধ্যে, এবং বৃহত্তর পরিসরে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রয়াস গ্রহণ করা। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে, আপনারা আপনাদের নিজেদের জনগণের এবং অন্য সকল জাতির অধিকার পূর্ণ করার প্রয়াস অবলম্বন করে, ন্যায়বিচার ও সততার দাবিসমূহকে সমুন্নত রাখুন।"

হুযূর আকদাস সাবধান করেন, এটি অত্যাবশ্যক যে, আজকের নেতৃবৃন্দ এবং জাতিসমূহ অতীতের শিক্ষাসমূহকে দৃষ্টিপটে রাখেন আর অনুধাবন করেন যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং প্রাণঘাতী ভাইরাসসমূহ মানবজাতির জন্য এক সতর্কবাণী হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে, যেন তারা তাদের স্রষ্টাকে সনাক্ত করে এবং খোদার সৃষ্টির অধিকার আদায় করে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে লেখা পত্রে হুযূর আকদাস তাঁকে আহ্বান করেন যেন তিনি তাঁর মঞ্চটিকে জাতিসমূহের মাঝে একতা গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমার দৃষ্টিতে, জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের লক্ষ্যে সবচেয়ে বড় পূর্বশর্ত এই যে, এটি যেন বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে এমন এক মঞ্চে একত্র করে, যেখানে হাতে-গোনা কতক প্রাধান্য বিস্তারকারী বিশ্বশক্তির কাছে মাথা নত করার পরিবর্তে, প্রত্যেক দেশের সাথে সমতা ও বৈষম্যহীন আচরণ করা হয়।"

পোপ ফ্রান্সিসকে লিখতে গিয়ে হুযূর আকদাস আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর পয়গামও তাঁকে পৌঁছে দেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে, পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে এখন বেশি আবশ্যকীয় যে, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যেন বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মাঝে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধের প্রেরণা লালনে সচেষ্ট হন।

পত্রসমূহের অনুলিপি মঙ্গলবার ৮ ডিসেম্বর ২০২০ *দি রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স* ওয়েবাসাইট www.reviewofreligions.org-এ প্রকাশিত হবে।